রূপগঞ্জে চাঁদা-হুমকির অভিযোগে সাবেক মেয়র ও যুবদল নেতার বিরুদ্ধে মামলা

সংগৃহীত ছবি

নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে থানার ভেতরে চাঁদা দাবি, না দেওয়ায় সাইনবোর্ড ভাঙচুর ও হত্যার হুমকির অভিযোগ উঠেছে তারাবো পৌরসভার সাবেক মেয়র আওয়ামী লীগ নেতা মাহবুব খান এবং পৌর যুবদলের আহ্বায়ক আফজাল কবিরের বিরুদ্ধে। ভুক্তভোগী রোবেল ভূঁইয়া এ ঘটনায় আদালতে মামলা দায়ের করেছেন।

নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জ উপজেলার তারাবো পৌরসভার মাসাবো এলাকায় থানার ভেতরেই চাঁদা দাবি, না দিলে হত্যার হুমকি ও সাইনবোর্ড ভাঙচুরের অভিযোগ উঠেছে সাবেক মেয়র ও আওয়ামী লীগ নেতা মাহবুব খান এবং তারাবো পৌর যুবদলের আহ্বায়ক আফজাল কবিরের বিরুদ্ধে।

ভুক্তভোগী রোবেল ভূঁইয়া বাদী হয়ে নারায়ণগঞ্জ আদালতে একটি মামলা (সিআর মামলা নং ৪৭৭/২০২৫) দায়ের করেছেন। মামলার এজাহার সূত্রে জানা যায়, ২০২৩ সালের ২১ জুন রোবেল ভূঁইয়া তারাবো পৌরসভার মাসাবো মৌজার ১৯ শতাংশ জমি শংকর চন্দ্র বিশ্বাসের কাছ থেকে কিনে ভোগদখলে ছিলেন। অভিযোগ রয়েছে, ওই জমি দখলের উদ্দেশ্যে মাহবুব খান, তার ছেলে সিয়াম খান ও যুবদল নেতা আফজাল কবির রোবেলের কাছে ৩০ লাখ টাকা চাঁদা দাবি করেন।

চাঁদা না দেওয়ায় তাদের অনুসারীরা দেশীয় অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে জমিতে প্রবেশ করে সাইনবোর্ড ভাঙচুর করে এবং জমি দখলের চেষ্টা চালায়। বাধা দিতে গেলে রোবেল ভূঁইয়াকে হত্যার হুমকি দেওয়া হয়।

এ ঘটনায় গত ৫ সেপ্টেম্বর রোবেল ভূঁইয়া রূপগঞ্জ থানায় লিখিত অভিযোগ দেন। পরে থানায় উভয় পক্ষকে ডেকে মীমাংসার চেষ্টা করা হয়। অভিযোগ রয়েছে, সেখানেও মাহবুব খান ও আফজাল কবির রোবেলের কাছ থেকে পুনরায় ৩০ লাখ টাকা দাবি করেন এবং না দিলে জমিতে যেতে বাধা দেওয়ার হুমকি দেন।

এরপর রোবেল ভূঁইয়া আদালতে মামলা দায়ের করেন। মামলার পরও অভিযোগ রয়েছে, অভিযুক্তরা বাদীকে মামলা তুলে নিতে হুমকি দিচ্ছেন।

এ বিষয়ে যুবদল নেতা আফজাল কবির বলেন, “জমিটির বৈধ মালিক মাহবুব খান। আমি কেবল শালিশ হিসেবে যুক্ত ছিলাম। আমার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।”

তবে সাবেক মেয়র মাহবুব খান ও তার ছেলে সিয়াম খানের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেও কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

রূপগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তরিকুল ইসলাম বলেন, “বিষয়টি আদালতের মামলা হিসেবে জানা যাচ্ছে। আদালত তদন্তের দায়িত্ব দিলে আমরা যথাযথ ব্যবস্থা নেব।”